81 শলাকুড়ি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড ঃ একটি কেইস স্টাডি

(প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৪)

ক) গবেষক পরিচিতি

১. মোঃ হাবিবুর রহমান, উপ-পরিচালক
এম.এ. (ভূগোল), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

খ) ভূমিকা

বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত শেরপুর থানা শহরটি আয়তনে খুব একটা বড় নয়। তবে ঐতিহাসিক অবস্থান, আভিজাত্য ও ঘটনাবহুলতা শেরপুরকে উচ্চাসনে স্থান করে দিতে সাহায্য করেছে। বৃটিশ আমলে ঘোষিত প্রাচীন পৌরসভা শহরগুলোর মধ্যে শেরপুর অন্যতম একটি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এলাকাটি পাঠান, মোগল ও ইংরেজদের পদচারনায় একদা মুখরিত ছিল। রাজ-রাজরা ও জমিদারদের স্মৃতি বিজড়িত কিছু ভগ্ন-প্রায় ইমারত ও দালান-কোঠা তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। গাজীকালু-চম্পাবতীর গল্প গাঁথা শেরপুরের কোন কোন এলাকায় আজও লোকমুখে প্রচলিত।

এ থানার একটি গ্রাম শলাকুড়ি যা গ্রাম বাংলার পশ্চাদপদ গ্রামগুলোর সকল বৈশিষ্ট্য বুকে ধারণ করে আছে। এ গ্রামটির অংগ-প্রতংগ দরিদ্রের কষাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত যা স্বচক্ষে দেখলে সহজে অনুমান করা যায়। ভবানীপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত এ গ্রামটি শেরপুর থেকে ৫/৬ মাইল দক্ষিণে এবং নগরবাড়ী-বগুড়া সড়কে চান্দাইকোনা থেকে ৪/৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এ গ্রামের লোকসংখ্যা ২২৯ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ১২৪ জন এবং মহিলা ১০৫ জন। এ গ্রামের মানুষগুলো খুবই গরীব। তাঁদের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব খুবই প্রকট। অধিকাংশ (৬৮%) লোক পেশায় দিনজুর। তারা কাজ না পেলে প্রায় উপোষ থাকেন অথবা অন্যের নিকট থেকে টাকা ধার করে জীবন নির্বাহ করেন। ধারকৃত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের (সাধারণতঃ ২/৩ মাস) পর তার ২/৩ গুণ হারে পরিশোধ করে। গ্রাম বাসীদের গড় আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ০.০৫ একর। গ্রামবাসীদের প্রায় ৯৪% ভূমিহীন যার মধ্যে প্রায় ৮৮% এর কোন জমি নেই। প্রায় ৯৫% মানুষ খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করে। শিক্ষার হার মাত্র ৭% (বেঞ্চমার্ক জরীপ-১৯৯৩)। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, নেই কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা। এমনি একটি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শলাকুড়ি গ্রামকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক পরিচালিত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পূর্বেই বলেছি গ্রামটির লোকজন অশিক্ষিত। সেকারণে সমবায় সমিতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থায় প্রকল্প কর্মীদের যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এক সময় হতাশ হয়ে পড়লেও গ্রামটির আর্থ-সামাজিক পটভুমি গ্রামটি নির্বাচনে প্রকল্প কর্মীদের বারবার হাতছানি দেয়। শেষ পর্যন্ত ১৪/১৫ জন লোককে সমবায় সমিতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয় এবং ১৯৯২ সালের ২৬শে নভেম্বর শলাকুড়ি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গঠিত হয়। তখন হতেই সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দর্শনের আলোকে এ সমিতি তার উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর সফলতা ও বিফলতা সম্পর্কে চুড়ান্ত মন্তব্য করার সময় এখনও আসেনি। তবে এত কম সময়ে অর্জিত সফলতাকে খাটো করে দেখার অবকাশ খুবই সীমিত। তাই এ প্রবন্ধে শলাকুড়ি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির কর্মকান্ডের সামগ্রিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে মাত্র। এ থেকে সমিতির বর্তমান কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে যা পল্লী উন্নয়ন কর্মী তথা গবেষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়ক হলেও হতে পারে।